ত্রয়োদশ অধ্যায়

দারিদ্র্য বিমোচন

অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি সহায়ক নীতি ও কৌশল এবং বিস্তৃত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।'খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০২২' অনুযায়ী দেশে বর্তমানে দারিদ্র্যের হার ১৮.৭ শতাংশ এবং অতি দারিদ্র্যের হার ৫.৬ শতাংশ। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের খানা আয় ও ব্যয় জরিপ অনুযায়ী দারিদ্র্য এবং অতি দারিদ্র্যের হার ছিল যথাক্রমে ২৪.৩ শতাংশ এবং ১২.৯ শতাংশ। ২০২২ সালের জরিপ অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ে মাসিক ব্যয় এবং ভোগব্যয় এর তুলনায় আয় সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, জিনি অনুপাত ২০২২ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ০.৪৯৯ যা ২০১৬ সালে ছিল ০.৪৮২ । দারিদ্র্য নিরসনের পাশাপাশি আয় বৈষম্য কমাতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG)এবং অন্যান্য পরিকল্পনা দলিলের আলোকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। দারিদ্র্য দূরীকরণে লাগসই কৌশলসমূহ যেমন- দারিদ্র্যের ঝুঁকিতে থাকা মানুষের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বলয় সম্প্রসারণ, আর্থিক প্রণোদনা, ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে উৎসাহ প্রদান, কার্যকর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করে ঘুরে দাঁড়ানোর সক্ষমতা বিনির্মাণ ইত্যাদির প্রয়োগে আমাদের সাফল্য বিশ্বব্যাপী নজর কেড়েছে। দারিদ্র্য হ্রাসকরণে গৃহীত নানা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ক্ষুদ্রঋণ প্রদানসহ নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। পাশাপাশি, সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে সরকার বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তাদের ভাতা, দুঃস্থ মহিলা ভাতা প্রদানের মাধ্যমে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণে পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১,২১,২৪০.০০ কোটি টাকা, যা ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১,৩৬,০২৬.০০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। এ বরাদ্দ মোট বাজেটের ১৭.০৬ শতাংশ এবং জিডিপি'র ২.৫ শতাংশ।

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের মাত্রা

দারিদ্র্য বিমোচন একটি রাষ্ট্র ও সমাজের আর্থসামাজিক উন্নয়নের প্রধান সূচকগুলোর মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশ থেকে দারিদ্র্যের হার হ্রাস করতে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০১৬ অনুযায়ী, বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ২০১৬ সালে ২৪.৩ শতাংশে নেমে আসে, যা ২০০৫ সালে ছিল ৪০.০ শতাংশ। 'খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০২২' অনুযায়ী দেশে বর্তমানে দারিদ্র্যের হার ১৮.৭ শতাংশ এবং অতি দারিদ্র্যের হার ৫.৬ শতাংশ। মানুষের জীবন, জীবিকা ও দেশের উন্নয়নের গতিধারাকে এগিয়ে নিতে স্বাস্থ্য, বিনিয়োগ, উৎপাদন, কর্মসংস্থান, মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি জোরদার করার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বিবিএস কর্তৃক সম্পাদিত সর্বশেষ পাঁচটি খানা আয় ও ব্যয় জরিপ অনুযায়ী দারিদ্র্যের হার সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণি ১৩.১ এবং লেখচিত্র ১৩.১ এ দেখানো হলো:

সারণি ১৩.১: দারিদ্র্য হ্রাসের প্রবণতা

দারিদ্র্য রেখা	হেড কাউন্ট রেট (HCR)				
	খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০২২	খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০১৬	খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০১০	খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০০৫	খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০০০
উচ্চ দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে	১৮.৭	২৪.৩	৩১.৫	৪০	৪৮.৯
নিম্ন দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে	৫.৬	১২.৯	১৭.৬	২৫.১	৩৪.৩

উৎস:খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, বিবিএস।

লেখচিত্র ১৩.১: দারিদ্র্য হ্রাসের প্রবণতা

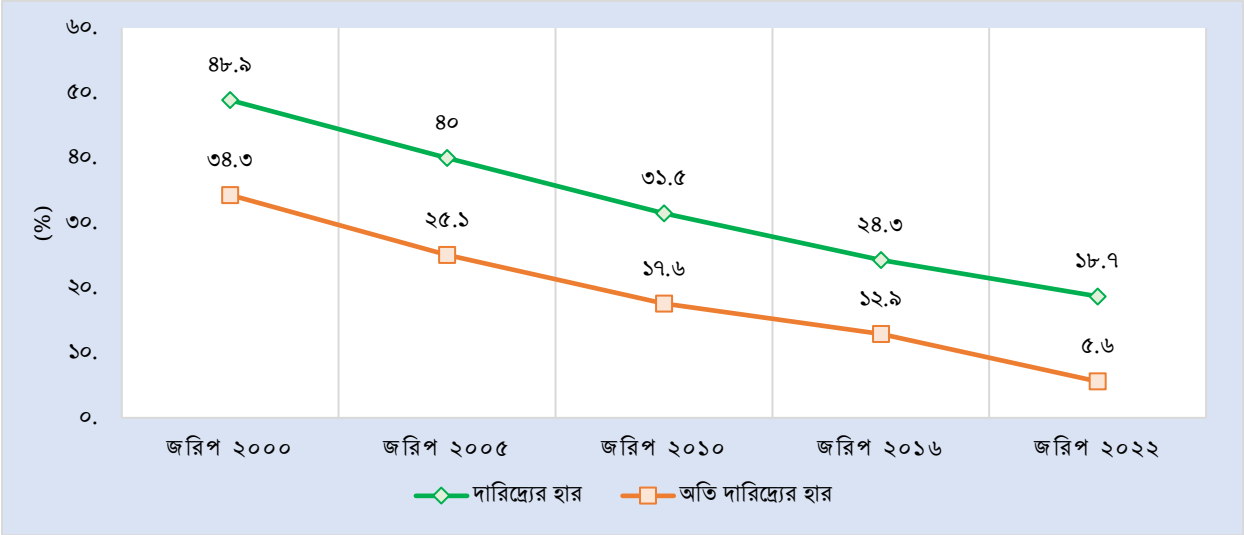

উৎস:খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০২২, বিবিএস।

দারিদ্র্য হ্রাসের গতিধারা

উচ্চ দারিদ্র্য রেখার হিসাব অনুযায়ী ২০১৬-২০২২ মেয়াদে জাতীয় পর্যায়ে আয় দারিদ্র্য ৫.৬ পার্সেন্টেজ পয়েন্টস হ্রাস পেয়েছে (২৪.৩% থেকে ১৮.৭%)। এ সময়ে যৌগিক হারে দারিদ্র্য হ্রাসের পরিমাণ ছিল গড়ে ৪.২৭ শতাংশ। অপরদিকে, ২০১০-২০১৬ মেয়াদে জাতীয় পর্যায়ে আয় দারিদ্র্য ৭.২ পার্সেন্টেজ পয়েন্টস হ্রাস পেয়েছে (৩১.৫% থেকে ২৪.৩%)। একই সময়ে দারিদ্র্য হ্রাসের বার্ষিক যৌগিক হার ছিল ৪.২৩ শতাংশ। আয়-দারিদ্র্যের গতিধারা সারণি ১৩.২ এবং লেখচিত্র ১৩.২ এ দেখানো হলো:

সারণি ১৩.২: আয়-দারিদ্র্যের গতিধারা (উচ্চ দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে)

	২০২২	২০১৬	বার্ষিক পরিবর্তন (%) (২০১৬-২০২২)	২০১০	বার্ষিক পরিবর্তন (%) (২০১০-২০১৬)	২০০৫	বার্ষিক পরিবর্তন (%) (২০০৫-২০১০)
মাথা-গণনা সূচক							
জাতীয়	১৮.৭	২৪.৩	-৪.২৭	৩১.৫	-৪.২৩	৪০.০	-৪.৬৭
শহর	১৪.৭	১৮.৯	-৪.১০	২১.৩	-১.৯৭	২৮.৪	-৫.৫৯
পল্লী	২০.৫	২৬.৪	-৪.১৩	৩৫.২	-৪.৬৮	৪৩.৮	-৪.২৮
দারিদ্র্য ব্যবধান							
জাতীয়	৩.৮	৫.০	-৪.৪৭	৬.৫	-৪.২৮	৯.০	-৬.৩০
শহর	২.৯	৩.৯	-৪.৮২	৪.৩	-১.৬১	৬.৫	-৭.৯৩
পল্লী	৪.২	৫.৪	-৪.১০	৭.৪	-৫.১২	৯.৮	-৫.৪৬
দারিদ্র্য ব্যবধানের বর্গ							
জাতীয়	১.২	১.৫	-৩.৬৫	২.০	-৪.৬৮	২.৯	-৭.১৬
শহর	০.৯	১.২	-৪.৬৮	১.৩	-১.৩৩	২.১	-৯.১৫
পল্লী	১.৩	১.৭	-৪.৩৭	২.২	-৪.২১	৩.১	-৬.৬৩

উৎস:খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০২২, বিবিএস।

লেখচিত্র ১৩.২: আয়-দারিদ্র্যের গতিধারা

(জাতীয়, শহর ও পল্লী এলাকা)

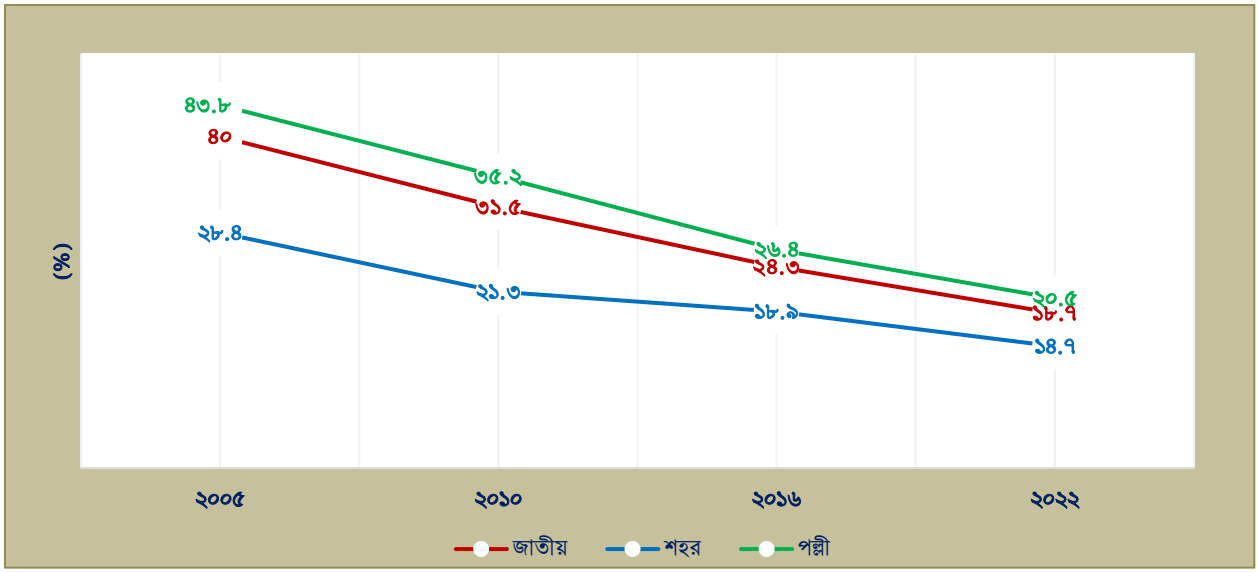

উৎস:খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০২২, বিবিএস।

মাথাপিছু মাসিক আয়, ব্যয় ও ভোগব্যয়

১৯৯৫-৯৬ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত পরিচালিত খানা আয়-ব্যয় জরিপের আলোকে চলতি বাজার মূল্যে (Nominal) খানার মাসিক আয়, ব্যয় এবং ভোগব্যয় সারণি ১৩.৩ এ বর্ণনা করা হলো:

সারণি ১৩.৩: মাথাপিছু মাসিক আয়, ব্যয় ও ভোগব্যয় পরিস্থিতি

জরিপ বৎসর	অঞ্চল	মাসিক গড় আয়	মাসিক গড় ব্যয়	মাসিক গড় ভোগব্যয়
২০২২	জাতীয়	৩২৪২২	৩১৫০০	৩০৬০৩
	পল্লী	২৬১৬৩	২৬৮৪২	২৬২০৭
	শহর	৪৫৭৫৭	৪১৪২৪	৩৯৯৭১
২০১৬	জাতীয়	১৫৯৮৮	১৫৭১৫	১৫৪২০
	পল্লী	১৩৩৯৮	১৪১৫৬	১৩৮৬৮
	শহর	২২৬০০	১৯৬৯৭	১৯৩৮৩
২০১০	জাতীয়	১১৪৭৯	১১২০০	১১০০৩
	পল্লী	৯৬৪৮	৯৬১২	৯৪৩৬
	শহর	১৬৪৭৫	১৫৫৩১	১৫২৭৬
২০০৫	জাতীয়	৭২০৩	৬১৩৪	৫৯৬৪
	পল্লী	৬০৯৫	৫৩১৯	৫১৬৫
	শহর	১০৪৬৩	৮৫৩৩	৮৩১৫
২০০০	জাতীয়	৫৮৪২	৪৮৮১	৪৫৩৭
	পল্লী	৪৮১৬	৪২৫৭	৩৮৭৯
	শহর	৯৮৭৮	৭৩৩৭	৭১২৫
১৯৯৫-৯৬	জাতীয়	৪৩৬৬	৪০৯৬	৪০২৬
	পল্লী	৩৬৫৮	৩৪৭৩	৩৪২৬
	শহর	৭৯৭৩	৭২৭৪	৭০৮৪

উৎস:খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০২২, বিবিএস।

সারণি ১৩.৩ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- মাথাপিছু আয়, ব্যয় ও ভোগব্যয় তিনটি অনুষঙ্গই ক্রমশ: বাড়ছে।
- ১৯৯৫-৯৬ সালে জাতীয় পর্যায়ে চলতি বাজার মূল্যে মাসিক আয় ছিল ৪,৩৬৬ টাকা। দুই দশকের ব্যবধানে তা ৩.৬৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬ সালে হয়েছে ১৫,৯৮৮ টাকা। ২০২২ সালের নতুন জরিপে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩২,৪২২ টাকা।
- আয়ের পাশাপাশি ব্যয় ও ভোগব্যয়ের পরিমাণও বেড়েছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে জাতীয় পর্যায়ে মাথাপিছু মাসিক ব্যয় ছিল ৪,০৯৬ টাকা, ২০১৬ সালে এই ব্যয় ছিল ১৫,৭১৫ টাকা। ২০২২ সালে তা বেড়ে ৩১,৫০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
- অন্যদিকে, ১৯৯৫-৯৬ সালে ভোগব্যয়ের পরিমাণ জাতীয় পর্যায়ে ছিল ৪,০২৬ টাকা। ২০১৬ সালের জরিপে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৫,৪২০ টাকা হয়। ২০২২ সালের জরিপে খানাপ্রতি গড়ে ভোগব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩০,৬০৩ টাকা।
- সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১৯৯৫-৯৬ সাল থেকে ২০২২ পর্যন্ত জাতীয় পর্যায়ে ব্যয় এবং ভোগব্যয় এর তুলনায় আয় সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

পরিবারভিত্তিক আয় বণ্টন এবং জিনি অনুপাত

২০২২ এবং ২০১৬ সালে পরিচালিত খানা আয়-ব্যয় জরিপে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী পরিবারভিত্তিক আয় বণ্টনের শতকরা হার এবং জিনি অনুপাত সারণি ১৩.৪ এ উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ১৩.৪: জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক আয় বণ্টন (শতাংশ) এবং জিনি অনুপাত

পরিবার গ্রুপ	২০২২			২০১৬		
	জাতীয় পর্যায়	পল্লী	শহর	জাতীয় পর্যায়	পল্লী	শহর
	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
সর্বনিম্ন ৫%	০.৩৭	০.৩৭	০.৪৮	০.২৩	০.২৫	০.২৭
ডিসাইল-১	১.৩১	১.৪১	১.৪৫	১.০২	১.০৬	১.১৭
ডিসাইল -২	২.৮৬	৩.১৭	২.৬১	২.৮৩	২.৯৯	৩.০৪
ডিসাইল -৩	৩.৮৮	৪.৪০	৩.৪১	৪.০৫	৪.৩৬	৪.১
ডিসাইল -৪	৪.৮২	৫.৪৯	৪.১৭	৫.১৩	৫.৫২	৫.০০
ডিসাইল -৫	৫.৮১	৬.৬২	৫.০৬	৬.২৪	৬.৫৮	৬.১৫
ডিসাইল -৬	৬.৯২	৭.৮৫	৬.১২	৭.৪৮	৭.৮৯	৬.৮৮
ডিসাইল -৭	৮.৩৬	৯.৩২	৭.৫৫	৯.০৬	৯.৫২	৮.৪৪
ডিসাইল -৮	১০.৪৯	১১.৪৯	৯.৮৭	১১.২৫	১১.৮০	১০.৪
ডিসাইল -৯	১৪.৬২	১৫.৩২	১৪.৫২	১৪.৮৬	১৫.৫১	১৩.৪৭
ডিসাইল -১০	৪০.৯২	৩৪.৯৫	৪৫.২৩	৩৮.০৯	৩৪.৭৮	৪১.৩৭
সর্বোচ্চ ৫%	৩০.০৪	২৪.২২	৩৩.৪৮	২৭.৮২	২৪.১৯	৩২.০৯
জিনি অনুপাত	০.৪৯৯	০.৪৪৬	০.৫৩৯	০.৪৮২	০.৪৫৪	০.৪৯৮

উৎস: খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০২২, বিবিএস।

সারণি ১৩.৪ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে,

- ২০১৬ সালের তুলনায় ২০২২ সালে জাতীয় পর্যায়ে আয় বণ্টন অংশে বিভিন্ন ডিসাইলভুক্ত পরিবারে হ্রাস বৃদ্ধি উভয়টিই ঘটেছে। 'খানা-আয় ব্যয় জরিপ, ২০২২' অনুযায়ী ডিসাইল ১-৫ ভুক্ত পরিবারগুলো দেশের অর্ধেক জনসংখ্যাকে প্রতিনিধিত্ব করলেও, তাদের আয় সম্মিলিতভাবে জাতীয় আয়ের ১৮.৬৮ শতাংশ। অথচ, ২০১৬ সালের জরিপ অনুযায়ী এই ৫টি ডিসাইলভুক্ত পরিবারে আয় ছিল জাতীয় আয়ের ১৯.২৭ শতাংশ।
- সর্বনিম্ন ৫ শতাংশ পরিবারের আয় ২০১৬ সালের তুলনায় ২০২২ সালে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৬ সালে তাদের আয় ছিল জাতীয় আয়ের ০.২৩ শতাংশ, ২০২২ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ০.৩৭ শতাংশ হয়েছে। অন্যদিকে, একই সময়ে সর্বোচ্চ ৫ শতাংশ পরিবারের আয় ২.২২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- জিনি অনুপাত ২০১০ সালে ছিল ০.৪৫৮, যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬ সালে ০.৪৮২ হয়। 'খানা আয় ও ব্যয় জরিপ

২০২২' অনুযায়ী জিনি অনুপাত বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ০.৪৯৯ ।

- ২০২২ সালে পল্লী এলাকায় জিনি অনুপাত সামান্য হ্রাস পেয়েছে (২০১০ সালে ছিল ০.৪৩১, ২০১৬ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ০.৪৫৪, ২০২২ সালে সামান্য হ্রাস পেয়ে হয়েছে ০.৪৪৬)। অন্যদিকে, শহর এলাকায় ২০২২ সালে জিনি অনুপাত বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ০.৫৩৯ যা ২০১৬ সালের জরিপে ছিল ০.৪৯৮।

পরিবারভিত্তিক ভোগব্যয় বণ্টন (শতাংশ) এবং জিনি অনুপাত

সারণি ১৩.৫ এ জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক ব্যয় বণ্টন তুলে ধরা হলো:

সারণি ১৩.৫: জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক ভোগব্যয় বণ্টন (শতাংশ) এবং জিনি অনুপাত

পরিবার গ্রুপ	২০২২			২০১৬		
	মোট	পল্লী	শহর	মোট	পল্লী	শহর
জাতীয় পর্যায়	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
ডিসাইল-১	৩.৪৭	৩.৮৭	৩.২৫	৩.৭০	৪.০০	৩.৪৪
ডিসাইল -২	৪.৭৫	৫.২১	৪.৫০	৪.৯৪	৫.২৮	৪.৭৫
ডিসাইল -৩	৫.৬৫	৬.১৭	৫.৩৯	৫.৮০	৬.১৪	৫.৬৭
ডিসাইল -৪	৬.৫৬	৭.০৪	৬.২৪	৬.৬৪	৬.৯৬	৬.৫৫
ডিসাইল -৫	৭.৫০	৮.০২	৭.১১	৭.৫১	৭.৮১	৭.৫১
ডিসাইল -৬	৮.৫৪	৯.০৭	৮.২১	৮.৫৪	৮.৭৯	৮.৬০
ডিসাইল -৭	৯.৮৬	১০.৩২	৯.৬০	৯.৮৪	৯.৯৪	১০.০৭
ডিসাইল -৮	১১.৬৮	১২.০৮	১১.৫৩	১১.৫৯	১১.৫৮	১১.৯১
ডিসাইল -৯	১৪.৬৩	১৪.৬১	১৫.২৪	১৪.৬১	১৪.১৫	১৫.২৬
ডিসাইল -১০	২৭.৩৭	২৩.৬৩	২৮.৯৩	২৬.৮৩	২৫.৩৫	২৬.২৩
জিনি অনুপাত	০.৩৩৪	০.২৯১	০.৩৫৬	০.৩২৪	০.৩০০	০.৩৩০

উৎস: খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০২২, বিবিএস।।

সারণি ১৩.৫ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে,

- ডিসাইল-১ থেকে ৫ ভুক্ত পরিবারের ভোগব্যয় ২০১৬ সালের তুলনায় ২০২২ সালে কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। ডিসাইল-৬ভুক্ত পরিবারের ভোগব্যয় অপরিবর্তিত রয়েছে। অন্যান্য ডিসাইলভুক্ত পরিবারের ভোগব্যয় ২০১৬ সালের চেয়ে সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। হ্রাস বৃদ্ধির এই পরিমাণ অতি সামান্য।
- একই সময়ে জিনি অনুপাত সামান্য বেড়েছে (২০১০ সালে ছিল ০.৩২১, ২০১৬ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ০.৩২৪)। ২০২২ সালে জিনি অনুপাত বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ০.৩৩৪ ।
- ২০২২ সালে পল্লী এলাকায় জিনি অনুপাত সামান্য হ্রাস পেয়েছে (২০১৬ সালে ছিল ০.৩০০, ২০২২ সালে হয়েছে ০.২৯১)।
- অন্যদিকে, ২০১৬ সালে শহর এলাকায় জিনি অনুপাত সামান্য হ্রাস পেলেও ২০২২ সালের নতুন জরিপে তা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে (২০১০ সালে ছিল ০.৩৩৮, ২০১৬ সালে সামান্য হ্রাস পেয়ে হয় ০.৩৩০, ২০২২ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ০.৩৫৬) ।

আটটি বিভাগে দারিদ্র্যের হার

মৌলিক চাহিদা ব্যয় (Cost of Basic Needs-CBN) পদ্ধতিতে দেশের আটটি প্রশাসনিক বিভাগের দারিদ্র্য হার সারণি ১৩.৬ এ তুলে ধরা হলো:

সারণি ১৩.৬: বিভাগীয় পর্যায়ে দারিদ্র্য হার

বিভাগ	২০২২			২০১৬		
	উচ্চ দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী					
	মোট	পল্লী	শহর	মোট	পল্লী	শহর
ঢাকা	১৭.৯	২১.৭	১৪.৩	১৬.০	১৯.২	১২.৫
সিলেট	১৭.৪	১৮.১	১৪.৪	১৬.২	১৫.৬	১৯.৫
চট্টগ্রাম	১৫.৮	১৭.৯	১১.৩	১৮.৪	১৯.৪	১৫.৯
বরিশাল	২৬.৯	২৮.৪	২১.৩	২৬.৫	২৫.৭	৩০.৪
খুলনা	১৪.৮	১৬.২	৯.৯	২৭.৫	২৭.৩	২৮.৩
রাজশাহী	১৬.৭	১৭.২	১৪.৯	২৮.৯	৩০.৬	২২.৫
ময়মনসিংহ	২৪.২	২৬.২	১৬.০	৩২.৮	৩২.৯	৩২
রংপুর	২৪.৮	২৩.৬	২৯.৯	৪৭.২	৪৮.২	৪১.৫
	নিম্ন দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী					
ঢাকা	২.৮	১.৯	৩.৭	৭.২	১০.৭	৩.৩
চট্টগ্রাম	৫.১	৬.৩	২.৩	৮.৭	৯.৬	৬.৫
সিলেট	৪.৬	৫.২	১.৩	১১.৫	১১.৮	৯.৫
খুলনা	২.৯	২.৮	৩.১	১২.৪	১৩.১	১০.০
রাজশাহী	৬.৭	৮.০	২.৫	১৪.২	১৫.২	১০.৭
বরিশাল	১১.৮	১৩.১	৬.৭	১৪.৫	১৪.৯	১২.২
ময়মনসিংহ	১০.০	১০.৩	৮.৫	১৭.৬	১৮.৩	১৩.৮
রংপুর	১০.০	১০.৩	৮.৭	৩০.৫	৩১.৩	২৬.৩

উৎস: খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০২২,বিবিএস।

সারণি ১৩.৬ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে,

- উচ্চ দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী ঢাকা, সিলেট ও বরিশাল বিভাগে দারিদ্র্যের হার ২০১৬ সাল অপেক্ষা বৃদ্ধি পেলেও নিম্ন দারিদ্র রেখা অনুযায়ী ২০১৬ সালের তুলনায় ২০২২ সালে দেশের সকল বিভাগে মোট দারিদ্র্য হার হ্রাস পেয়েছে।
- উচ্চ দারিদ্র্য রেখা ও নিম্ন দারিদ্র্য রেখা উভয় ক্ষেত্রেই বরিশাল বিভাগে মোট দারিদ্র্য হার সবচেয়ে বেশি।
- উচ্চ দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী ২০২২ সালে সকল বিভাগের শহরাঞ্চলে পল্লী অঞ্চল অপেক্ষা দারিদ্র্য হার কম হলেও নিম্ন দারিদ্র রেখা অনুযায়ী ঢাকা ও খুলনা বিভাগের পল্লী অঞ্চল অপেক্ষা শহরাঞ্চলে দারিদ্র্য হার বেশি।
- রংপুর বিভাগে দারিদ্র্য হ্রাসের হার সবচেয়ে বেশি ।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ও বাংলাদেশ

জাতিসংঘ ২০১৬-২০৩০ সাল মেয়াদে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য (এসডিজি) ঘোষণা করেছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যকর করার প্রত্যয়ে ১৭টি অভীষ্ট লক্ষ্য (Goals) ও ১৬৯টি লক্ষ্য (Targets) এবং ২৪১টি সূচক (Indicators) নিয়ে এসডিজি ঘোষিত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে বদ্ধপরিকর। এসডিজির অভীষ্ট ও লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নে যে সব বিষয়ের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা হচ্ছে, তা হলো এর আন্তর্জাতিকতা, সমন্বিত গতিপ্রকৃতি ও টেকসই উন্নয়নের সকল প্রকার মাত্রা অনুসরণ; বাস্তব ও জ্ঞানভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ এবং সবচেয়ে দরিদ্র, সবচেয়ে ভঙ্গুর ও সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান। এসডিজি বাস্তবায়নের পুরো প্রক্রিয়ায় সংগতিপূর্ণভাবে 'সমগ্র সমাজ' (Whole of Society) পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে এসডিজি অর্জনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। 'খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০২২' অনুযায়ী দেশে বর্তমানে দারিদ্র্যের হার ১৮.৭ শতাংশ এবং অতি দারিদ্র্যের হার ৫.৬ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে মাতৃমৃত্যু হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। প্রতি লক্ষে মাতৃমৃত্যু হার ২০১৪ সালে ১৯৭ হতে ২০২৩ সালে ১৩৬ এ নেমে এসেছে। ০৫ বছরের নিচে শিশু মৃত্যুহার ২০১৪ সালে প্রতি হাজারে ৩৮ হতে ২০২৩ সালে ৩৩ এ নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। জেন্ডার ও অঞ্চলভিত্তিক শিক্ষা প্রসারে বাংলাদেশে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে (প্রাক-প্রাথমিকসহ) ভর্তির হার ২০২২ সালে ৯৭.৭৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম কর্তৃক প্রকাশিত Global Gender Gap Report ২০২৪ অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বের ১৪৬টি রাষ্ট্রের মধ্যে ৯৯তম ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য সকল রাষ্ট্র হতে এগিয়ে রয়েছে । এ যাবৎ প্রাপ্ত উপাত্ত অনুযায়ী এসডিজির অভীষ্ট বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সঠিক পথে রয়েছে।

সর্বজনীন পেনশন স্কিম:

সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থার প্রবর্তন অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। টেকসই ও সুসংগঠিত সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ১৭ আগস্ট, ২০২৩ তারিখ সর্বজনীন পেনশন স্কিম উদ্বোধন করা হয়। 'সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৩ ইতোমধ্যে পাশ হয়েছে এবং জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করে এর কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। সর্বজনীন পেনশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটি সম্পূর্ণ আইটি প্ল্যাটফর্মে তৈরি করা হয়েছে। সর্বজনীন পেনশনের স্কিমসমূহ হলো:

- প্রবাস (প্রবাসী বংলাদেশি নাগরিকদের জন্য)

- প্রগতি (ব্যক্তি মালিকানাধীন/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য)

- সুরক্ষা (স্বকর্মে নিয়োজিত নাগরিকগণের জন্য)

- সমতা (স্বকর্মে নিয়োজিত অতি দরিদ্র নাগরিকগণের জন্য)

সর্বজনীন পেনশনের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- সর্বজনীন পেনশন স্কিমে ১৮ থেকে ৫০ বৎসর বয়সী একজন সুবিধাভোগী ৬০ বৎসর বয়স পর্যন্ত এবং ৫০ বৎসরের উর্ধ্ব বয়স্ক একজন সুবিধাভোগী ন্যূনতম ১০ বছর চাঁদা প্রদান সাপেক্ষে আজীবন পেনশন সুবিধা ভোগ করবেন। বিদেশে কর্মরত বা অবস্থানকারী যে কোন বাংলাদেশি কর্মীগণও এই স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
- পেনশনে থাকাকালীন ৭৫ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে পেনশনারের নমিনি ৭৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ার অবশিষ্ট সময় পর্যন্ত পেনশন প্রাপ্য হবেন।

- চাঁদাদাতা কমপক্ষে ১০ বৎসর চাঁদা প্রদান করার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করলে জমাকৃত অর্থ মুনাফাসহ তার নমিনিকে ফেরত দেয়া হবে।

চলমান সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম

বেকার বা অন্যভাবে আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন এমন জনসাধারনের অস্থায়ী সুরক্ষা এবং সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দেশের পশ্চাৎপদ ও দরিদ্র মানুষদের জীবনমান উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- বয়স্ক ভাতা প্রদান কার্যক্রম; বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা কার্যক্রম; অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম; হিজড়া,বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি; মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি; প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের জন্য ছাত্র উপবৃত্তি; মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা; অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি; কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি ইত্যাদি।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ১,২১,২৪০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা মোট বাজেটের ১৬.৯৭ শতাংশ এবং জিডিপির ২.৫২ শতাংশ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ১,৩৬,০২৬.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা মোট বাজেটের ১৭.০৬ শতাংশ এবং জিডিপির ২.৫ শতাংশ। বর্তমানে নিম্নোক্ত ৭ টি ক্যাটাগরির আওতায় সর্বমোট ১৪০ টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি চলমান রয়েছে যা সারণি ১৩.৭ এ উপস্থাপন করা হলো:

:

সারণি ১৩.৭: সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাতে বাজেট বরাদ্দ

(কোটি টাকা)

কার্যক্রম	কর্মসূচির সংখ্যা	২০২৩-২৪ (সংশোধিত)	২০২৪-২৫ (মূল বাজেট)
সামাজিক সহায়তা (Social Assistance)	৫৪	৩৭৮০৮.০৭	৪৯৮৭১.৬২
শ্রম বাজার কর্মসূচি (Labour Market Programme)	৩৪	৪৭৩১.১২	৬২১৪.৩৯
সামাজিক বীমা (Social Insurance)	৩	৩৮৮৭০.৪৫	৪৫৫৫৮.৩২
সাধারণ ভর্তুকি (General Subsidies)	৪	৩০৮০১.২০	২৫১৫৫.৪৫
কমিউনিটি উন্নয়ন (Community Development)	২৩	৩৩৭৪.৯২	৪৫৫২.৮৬
সামাজিক সেবা কার্যক্রম (Social Care Service)	১৬	৪০৫৬.৭	৩৩৭৬.৪৩
প্রযুক্তিগত সহায়তা (Technical Assistance)	৬	১৩২৮.৬০	১২৯৬.৫৭
মোট	**১৪০**	**১২১২৪০.০০**	**১৩৬০২৬**

উৎস:অর্থবিভাগ।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় গুরুত্বপূর্ণ কিছু কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে উপস্থাপন করা হলো:

বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি: সমাজের দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি যাদের বয়স পুরুষের ক্ষেত্রে ৬৫ বছর বা তদুর্দ্ধ এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ৬২ বছর বা তদূর্ধ্ব তারা এ কর্মসূচির আওতায় আসতে পারে। শুরুতে প্রতি ওয়ার্ডের ৫ জন পুরুষ ও ৫ জন মহিলাকে প্রতিমাসে ১০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়। পর্যায়ক্রমে ভাতাভোগীর সংখ্যা ও ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ কর্মসূচিতে মোট বরাদ্দ ৪,২০৫.৯৬ কোটি টাকা এবং ভাতাভোগীর সংখ্যা ৫৮.০১ লক্ষ জন, যারা প্রত্যেকে মাসিক ৬০০ টাকা হারে ভাতা পাচ্ছেন। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এ কর্মসূচিতে মোট বরাদ্দ ৪,৩৫০.৯৭ কোটি টাকা।

বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রম: দরিদ্র, ঝুঁকিপূর্ণ ও অনগ্রসর নারীর সামাজিক সুরক্ষা ও তাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এ কর্মসূচি চালু করা হয়। শুরুতে এ কর্মসূচির আওতায় ৪.০৩ লক্ষ জন নারী মাসিক ১০০ টাকা হারে ভাতা পেতেন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ কর্মসূচিতে বরাদ্দ ছিল ১,৭১১.৪০ কোটি টাকা, ভাতাভোগীর সংখ্যা ২৫.৭৫ লক্ষ জন এবং মাসিক ভাতার পরিমান ছিল ৫৫০ টাকা। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে এ কর্মসূচিতে ১,৮৪৪.৩২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী ভাতা: প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক মর্যাদা উন্নীতকরণ এবং তাদের সমান অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ কর্মসূচি চালু করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় শুরুতে ১.০৪ লক্ষ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে মাসিক ২০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হতো। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৮৫০ টাকা হারে ২৯.০০ লক্ষ জনকে ভাতা প্রদান করা হয়েছে। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে এ কর্মসূচিতে ৩,৩২১.৭৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

বেদে, হিজড়া ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি: বেদে, হিজরা এবং বিভিন্ন পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে এ কর্মসূচি গৃহীত হয়। এ কর্মসূচির মূল উদ্দ্যশ্য হলো সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর বৈষম্য দূরীকরণ এবং তাদের সমাজের মূলধারায় ফিরিয়ে আনা। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩.২৬ লক্ষ উপকারভোগীর জন্য ৯০.২২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল ৮৪.৪৯ কোটি টাকা ।

মা ও শিশু কল্যাণ কর্মসূচি: দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতা এবং কর্মজীবি ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল এর সমন্বয়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৯ সালে এ কর্মসূচি চালু করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১৫.০৫ লক্ষ উপকারভোগীর জন্য ১৩১৩.৪৪ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এ কর্মসূচিতে বরাদ্দ রয়েছে ১৬২২.৭৫ কোটি টাকা ।

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য ছাত্র উপবৃত্তি: অতি দরিদ্র শিশুদের স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য প্রণোদনা প্রদান করাই এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। এ কার্যক্রমের আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১১৬ লক্ষ উপকারভোগীর জন্য ২,৩৭১.৯৯ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এ কর্মসূচিতে বরাদ্দ রয়েছে ১,৭৮৫.০০ কোটি টাকা ।

ইমপ্রুভিং একসেস এন্ড রিটেনশান থ্রু হারমোনাইজড স্টাইপেন্ড প্রোগ্রাম: দরিদ্র পরিবারের ছেলে-মেয়েদের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি এবং ঝরে পড়ার হার কমানোর উদ্দেশ্যে এ কর্মসূচিটি চালু করা হয়। এ কার্যক্রমের আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৬০ লক্ষ উপকারভোগীর জন্য ২,১৯৬.৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এ কর্মসূচিতে বরাদ্দ রয়েছে ২,৬১৭.২৪ কোটি টাকা ।

মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা:

বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এটি তাদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থান নিশ্চিত করতে এবং সমাজে তাদের সম্মানজনক অবস্থান বজায় রাখতে সহায়তা করে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা বাবদ ৪,৬৮০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছিল। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এ কর্মসূচিতে বরাদ্দ রয়েছে ৪,৭২৮.০০ কোটি টাকা ।

খাদ্য সাহায্য কর্মসূচির আওতায় চলমান বিভিন্ন কর্মসূচি:

খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি: এ কর্মসূচিতে ইউনিয়ন পর্যায়ে বসবাসরত অতি দরিদ্র পরিবারকে (বিধবা, বয়স্কা, নারী প্রধান পরিবার, নিম্ন আয়ের দুঃস্থ পরিবার প্রধানকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে) তালিকাভুক্ত করা হয়। প্রতি বছর কর্মাভাবকালীন ৫ মাস ১৫ টাকা কেজি দরে এ কর্মসূচির তালিকাভুক্ত পরিবারে প্রতি মাসে ৩০ কেজি চাল বিতরণ করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ কর্মসূচির আওতায় ৭.২৯ লক্ষ মে.টন চাল বিতরণ করা হয়েছে।

ওএমএস (সাধারণ ও টিসিবি) কর্মসূচি: নিম্ন আয়ের মানুষের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খোলা বাজারে বিক্রয় (ওএমএস) কর্মসূচি চালু করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় বিশেষ ভর্তুকির মাধ্যমে বাজার মূল্যের চেয়ে কম দামে খাদ্য সামগ্রী (চাল ও আটা) বিক্রয় করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ কর্মসূচির আওতায় ১.৯২ লক্ষ মে. টন চাল ও ২.৫৩ লক্ষ মে. টন গমের ফলিত আটা বিতরণ করা হয়েছে। চালের বাজার দর নিয়ন্ত্রণসহ স্বল্প আয়ের মানুষের খাদ্য প্রাপ্তি সহজলভ্য করার লক্ষ্যে সারা দেশব্যাপী টিসিবি কার্ডধারী পরিবারকে টিসিবির অন্যান্য পণ্যের পাশাপাশি ওএমএস এর চাল বিতরণ করা হচ্ছে। ওএমএস (টিসিবি) খাতে চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রায় ৫.৩০ লক্ষ মে.টন চাল বিতরণ করা হয়েছে।

পুষ্টিচাল বিতরণ: বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির সহায়তায় দু:স্থ জনগোষ্ঠী উন্নয়ন (ভিজিডি) কর্মসূচিতে তিনটি জেলার ৫টি উপজেলায় উপকারভোগীদের মধ্যে পুষ্টিচাল বিতরণের কাজ ধাপে ধাপে প্রচলন করা হয়। বর্তমানে ১৭০টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণ কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া, দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে ভিটামিন এ, বি১, বি১২, ফলিক অ্যাসিড, আয়রন ও জিংক সমৃদ্ধ পুষ্টিচালও বিতরণ করা হচ্ছে। বর্তমানে সর্বমোট ২৫১টি উপজেলায় খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে পুষ্টিচাল বিতরণ কার্যক্রম চলমান আছে।

কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) ও কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা) কর্মসূচি: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় পল্লি অঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কার্যক্রম (কাবিখা-কাবিটা) বাস্তবায়ন করছে। এ কর্মসূচির আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কাবিটা (কাজের বিনিময়ে টাকা) বাজেটে মোট ১,৫১৪.০০ কোটি টাকা এবং কাবিখা (কাজের বিনিময়ে খাদ্য) বাজেটে মোট ১ লক্ষ টন চাল এবং ১ লক্ষ টন গম বরাদ্দ রাখা হয়। এ কার্যক্রমের আওতায় মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ২,৫০,৮৫০ টি পরিবার।

ভিজিএফ: সাধারণত দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে দরিদ্র মানুষের জীবিকা পুনর্বহাল না হওয়া পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে এই সহায়তা প্রদান করা হয়। এছাড়া, মা ইলিশ ও জাটকা আহরণে বিরত থাকা জেলেরাও ভিজিএফ সহায়তা পেয়ে থাকেন। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে দরিদ্র জনগণও ভিজিএফ সহায়তা পান। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ১,০০,৬৬,৯০০ টি পরিবার।

টি.আর: দুর্যোগকালে দরিদ্র মানুষকে জরুরি নগদ অর্থ হিসেবে টিআর সহায়তা প্রদান করা হয়। এই কর্মসূচির আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে বরাদ্দ ছিল ১,৪৬৩.৭৬ কোটি টাকা। মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ৯৭,২৫০ টি পরিবার।

অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি): পল্লী অঞ্চলে অতিদরিদ্র ও কর্মক্ষম বেকার জনগোষ্ঠীকে প্রাধান্য দিয়ে সারাদেশে এ কার্যক্রম আরম্ভ হয়। এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের অতি দরিদ্র বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি, সার্বিকভাবে জনগোষ্ঠী ও দেশের জন্য সম্পদ সৃষ্টি করা এবং গ্রামীণ এলাকায় ক্ষুদ্র পরিসরে অবকাঠামো ও যোগাযোগ উন্নয়ন, যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়ন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ১,৬৮৯.০০ কোটি টাকা ও উপকারভোগীর সংখ্যা ৫.১৪ লক্ষ জন।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় চলমান কর্মসূচি/প্রকল্প

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প

এ প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশে এ পর্যন্ত সর্বমোট ৪,৭৭,৮৩৩টি পরিবারক পুনর্বাসন করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে এ প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দের পরিমান ১৫৩০.০৩কোটি টাকা।

গৃহায়ন তহবিল

দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আবাসন সুবিধা নিশ্চিতকল্পে ৫০.০০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে গৃহায়ন তহবিলের কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ধাপে ধাপে এর ফান্ড ১৬০.৫০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। গৃহায়ন তহবিলের তালিকাভুক্ত ৪২০টি এনজিওর মাধ্যমে গৃহায়ন ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমানে গৃহপ্রতি ঋণের সিলিং ২,৫০,০০০.০০ টাকা। এনজিওগুলোর অনুকূলে জুন ২০২৪ পর্যন্ত ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে ৬০৭.৯৭ কোটি টাকা ঋণ ছাড় করা হয়েছে। উক্ত ঋণে ইতোমধ্যে ১,০১,৭৯৩টি গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে এবং ১,৩৫৩টি গৃহ নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ৫,৪৫,৭৩০ জন। বর্তমানে ঋণ আদায়ের হার ৯৪.৪৯ শতাংশ।

দারিদ্র্য বিমোচনে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রম

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে দারিদ্র্য হ্রাস এবং ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণকে স্বাবলম্বী করতে এই বিভাগের বিভিন্ন বিভাগ ও সংস্থা কর্তৃক বেশ কিছু প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের দারিদ্র্য বিমোচন তথা সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক কয়েকটি প্রকল্পের এবং বিভাগের অধিভুক্ত কয়েকটি সংস্থা ও ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে তুলে ধরা হলো:

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)-৩য় পর্যায়

দেশের দারিদ্র্য পীড়িত এলাকার দারিদ্র্য হ্রাস ও গ্রামীণ মানুষের জীবনমান উন্নয়ন এবং গ্রামকে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মেয়াদকালীন সময়ের মধ্যে (জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত) মোট ৬,৬৮,২৩০ জন সমবায়ীকে (নারী-পুরুষ উভয়) বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে । প্রকল্পটির সাংগঠনিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে: সমিতি গঠন ১০,০৩৫ টি ও সদস্য অন্তর্ভুক্তি ১৪,৫০,০০০ জন। জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ৯,৫৮২ টি সমিতি গঠন এবং ৯,৬৫,৮৭৬ জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৫,৩৫,১৯৪ জনকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ যেমন: বিশেষ প্রশিক্ষণ, আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ এবং মাসিক যৌথসভা ও ই-প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সমবায় অধিদপ্তর

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ, দ্রব্য মূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়ন, প্রশিক্ষণ ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন বিশেষত নারী উন্নয়নে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা সমবায় সমিতিগুলো বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করে নিজেদের তথা সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশে সমবায় সমিতিসমূহ প্রাথমিক, কেন্দ্রীয় ও জাতীয় এই তিনটি স্তরে সংগঠিত। সারা দেশে মোট নিবন্ধিত সমবায় সমিতির সংখ্যা বর্তমানে ১,৮২,০৭১টি। তন্মধ্যে প্রাথমিক সমবায় সমিতির সংখ্যা ১,৮০,৮৪৩টি, কেন্দ্রীয় সমিতির সংখ্যা ১,২১৭টি, জাতীয় সমিতির সংখ্যা ১১টি। সমবায় সমিতিগুলোর সর্বমোট ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১,২৪,৩০,৮৫৮ জন, পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ প্রায় ২,৭৭৬.০১ কোটি টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ প্রায় ২০,১৩৪.৩৯ কোটি টাকা এবং কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ প্রায় ২৯,৪০৮.১৩ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিআরডিবি পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র, মাঝারি ও প্রান্তিক কৃষক এবং বিত্তহীন নারী ও পুরুষ জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করে স্থানীয়ভাবে সংগঠিতকরণ, নিবিড় প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ, নিজস্ব মূলধন গঠন, সম্পদ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর, ক্ষুদ্র ও এসএমই ঋণ বিতরণ এবং পণ্যভিত্তিক জীবিকায়ন পল্লী গঠনসহ বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিআরডিবি এ পর্যন্ত ১২২টি প্রকল্প/কর্মসূচি সারাদেশে সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করছে। বিআরডিবি বর্তমানে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ছাড়াও নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিআরডিবি মোট ১,৬৩৪.৯১ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ এবং ১,৪৭৮.১১ কোটি টাকা ঋণ আদায় করেছে। ঋণ আদায়ের হার ৭৫ শতাংশ।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা

বার্ড বর্তমানে কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তন, সমবায় ঋণ এবং মূলধন গঠন, গ্রামীণ অর্থনীতি, শিক্ষা ও প্রযুক্তি, গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান এবং জনসংখ্যা, তথ্য প্রযুক্তি, দারিদ্র্য কেন্দ্রিক কর্মসূচি, স্থানীয় প্রশাসন, নারী উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ পরবর্তী প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করছে। গবেষণালব্ধ ফলাফলের প্রয়োগ ও টেকসই মডেল তৈরির লক্ষ্যে বর্তমানে প্রদর্শনী ও সম্প্রসারণ, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পদ্ধতি প্রবর্তন বিষয়ক মোট ১৬টি প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে। তন্মধ্যে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও যৌথ খামার ব্যবস্থাপনা, কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়ন, গ্রামীণ বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে কম্যুনিটির অংশগ্রহণে সহায়তা প্রদান, অভিযোজন পদ্ধতিতে চরাঞ্চলের মানুষের জীবিকার মানোন্নয়ন, এসডিজি স্থানীয়করণ, প্রান্তিক পর্যায়ের জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নীতকরণ বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণাগুলো অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানটি সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন প্রকল্পের

সুবিধাভোগী ও উন্নয়নকর্মীদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজন করে আসছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বার্ড ১৯৫ টি প্রশিক্ষণ কোর্স এর মাধ্যমে ৪,৬৯১ জন পুরুষ এবং ৩,৬৫০ জন নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া

আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর, দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ) বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা এবং পরামর্শ সেবা প্রদান করে। শুরু থেকে এ পর্যন্ত আরডিএ মোট ৫৭৯টি গবেষণা ও ৪৯টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প সম্পন্ন করেছে। এছাড়া মার্চ ২০২৩ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত আরডিএ-তে মোট ১৫টি গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে আরডিএ কর্তৃক বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ৬টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প চলমান রয়েছে। আরডিএ ক্রেডিটের আওতায় এ পর্যন্ত ৩৮৫টি উপ-প্রকল্প এলাকায় ৩১,৩১৪ জন সদস্যকে মোট ১৭৮.৭০ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়েছে। ঋণ আদায়ের পরিমাণ ১৭৩.৫৮ কোটি টাকা। আদায়ের হার ৯২.৫৭ শতাংশ।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) পল্লীর দরিদ্র সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, আয় উৎসারী ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান, সঞ্চয় আহরণ, দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি ও কর্মসৃজন, নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী পুরুষের সমতা বিধানের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। পিডিবিএফ-এর সংগঠিত ক্রমপুঞ্জিত সুফলভোগীর সংখ্যা ৩৩,৮৬,৯১৮ জন, যার ৯৭ শতাংশই মহিলা। এছাড়া, পিডিবিএফ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় প্রত্যন্ত পল্লীর দুঃস্থ জনগণের গৃহ অঙ্গনে ৬৩,৪৪৬ টি সোলার হোম সিস্টেম ও পল্লীর জনপদ আলোকিতকরণে ১০,৮১৮টি সৌরবিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন করে। ফলে পল্লীর দরিদ্র

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

দেশের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তিমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনাসহ কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) কাজ করছে। দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতা বিবেচনায় অতিদরিদ্র, মাঝারি-পর্যায়ের দরিদ্র, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পিকেএসএফ আর্থিক পরিষেবার পাশাপাশি নানাবিধ অ-

ও সুবিধাবঞ্চিত প্রায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষের মাঝে পিডিবিএফ-এর পল্লী পরিষেবা বিস্তৃত হয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাঁদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)

দেশের পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র কৃষক ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনই ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) এর প্রধান লক্ষ্য। বর্তমানে ৩৬টি জেলার ২০০ টি উপজেলায় এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ফাউন্ডেশনের আওতায় জুন ২০২৪ পর্যন্ত সময়ে গ্রাম পর্যায়ে ৯,৭৪১ টি কেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে ২,৭২,২১৭ জন পুরুষ/মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয়েছে। ফাউন্ডেশনের সুফলভোগীদের শতকরা ৯৪ ভাগই মহিলা। এ সকল সদস্যকে তাঁদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা কার্যক্রমে এ যাবত ক্রমপুঞ্জিতভাবে মোট ২,০৩০.৭৯ কোটি টাকা জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। একই সময় পর্যন্ত সাপ্তাহিক কিস্তির মাধ্যমে মোট ১,৭৪৯.১৯ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়। আদায়যোগ্য ঋণ আদায়ের হার শতকরা ৯৭ ভাগ।

বেকারদের আত্ম-কর্মসংস্থানে কর্মসংস্থান ব্যাংকের কার্যক্রম

দেশের বেকার জনগোষ্ঠী বিশেষ করে শিক্ষিত বেকার যুবকদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সৃষ্টির লক্ষ্য নিয়ে কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাংকটি উৎপাদনমুখী ও আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে যুব সম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত করতে ঋণ প্রদান করে। বর্তমানে সারা দেশে ২৭৭টি শাখার মাধ্যমে ব্যাংকটির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ব্যাংকের অর্থায়নে এ পর্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে মোট ৩৮,৮০,০৮৫ জন লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

আর্থিক সেবাদি প্রদান করছে। সমাজে ‘কাউকে বাদ দিয়ে নয়’ বরং সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে পরিচালিত পিকেএসএফ-এর কর্মপরিসরে নিহিত রয়েছে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন, সমন্বিত উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, উদ্যোগ উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা, দক্ষতা উন্নয়নসহ বহুমাত্রিক উন্নয়ন। ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত, পিকেএসএফের ২৮৪টি সহযোগী সংস্থা (পিও) রয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে, পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে সদস্যদের কাছে ১,১৫,১২৩.০৮ কোটি টাকা বিতরণ

করেছে। পিকেএসএফের মোট সদস্য সংখ্যা ১৯৯.৬ লক্ষ যার প্রায় ৯১.৮৩ শতাংশ নারী।

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ)-এর মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ

ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণার্থে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) প্রতিষ্ঠিত হয়। এমআরএ ক্ষুদ্রঋণ খাতের জন্য আইন-বিধি প্রণয়ন, সার্কুলার জারি, অন-সাইট ও অফসাইট সুপারভিশনের মাধ্যমে দেশের ক্ষুদ্রঋণ খাতের কার্যক্রম তদারকি করে থাকে। ক্ষুদ্রঋণ খাতে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ব্যাংকিং খাতের ন্যায় এ খাতে MF-CIB (Microfinance Credit Information Bureau) পাইলটিং সম্পন্ন হয়েছে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে। এছাড়াও, এমআরএ লাইসেন্সপ্রাপ্ত মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠান, গ্রামীণ ব্যাংক, অন্যান্য ব্যাংক এবং বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার মাইক্রোফাইন্যান্স কার্যক্রম সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য বর্তমানে মাইক্রোফাইন্যান্স ন্যাশনাল ডেটাবেস (এমএফ-এনডিবি) এর মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট ফরম্যাটে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে সংগৃহীত হচ্ছে। ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত এমআরএ ৮৯৮টি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান করেছে এবং নন-কমপ্লায়েন্সের কারণে ১৭২টি লাইসেন্স বাতিল করেছে। বর্তমানে, ৭২৬টি মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠান দেশের প্রায় ২৬,০০০ শাখার মাধ্যমে নিজেদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, যাতে ৪১৫.৫০ লক্ষেরও বেশি সদস্যের জীবনের মান উন্নয়ন করা যায়, যাদের মধ্যে ৯০.৮২ শতাংশ নারী।

এনজিও বিষয়ক ব্যুরো

জুন ২০২৪ পর্যন্ত এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নিবন্ধিত এনজিওর সংখ্যা ৩,৩৬২টি, যার মধ্যে দেশি এনজিও ৩,০৩৭টি এবং বিদেশি এনজিও ৩২৫টি। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বিভিন্ন এনজিও কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পের বিপরীতে ১,৩৬,০৭৫.৭০ কোটি টাকার বৈদেশিক অনুদানের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে এবং এর বিপরীতে ১,১৭,৭৫৭.০৭ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো দারিদ্র বিমোচন, ক্ষুধামুক্তি, সবার জন্য স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেবা নিশ্চিতকরণ, জলবায়ু পরিবর্তন, লিঙ্গসমতা, স্যানিটেশন ইত্যাদি ক্ষেত্রে এনজিওদের কার্যক্রম সমন্বয় করছে।

বেসরকারি সংস্থাসমূহের (NGO) ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাসমূহ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে কাজ করছে। মূলত দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মানবসম্পদ উন্নয়নে এনজিওগুলো কাজ করছে। নিচে প্রধান ৭টি এনজিও'র সার্বিক ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো:

ব্র্যাক

ব্র্যাক বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী সংস্থা। ক্ষুদ্রঋণ প্রদান কর্মসূচি ছাড়াও এই সংস্থাটি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, সুরক্ষা, পানি-পয়:নিষ্কাশন সেবা, স্বাস্থ্য নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধ, অতিদারিদ্র্য দূরীকরণ, শিক্ষা, আইনি সহায়তা, আর্থিক সেবা, প্রাক-অভিবাসন সেবা, অভিবাসন চলাকালীন সেবা, বিদেশ ফেরত শ্রমিকদের পুনর্বাসন সেবা এবং সর্বোপরি সামাজিক ক্ষমতায়ন ও সামাজিক উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জুন ২০২৪ পর্যন্ত সংস্থাটির ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৪,৯০,৮৯০.৬০ কোটি ও ৩,৪১,২০০.৩৭ কোটি টাকা। প্রদানকৃত উক্ত ক্ষুদ্রঋণ সুবিধার আওতায় মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা ছিল ৮৯ লক্ষ যার মধ্যে ৮৯ শতাংশই মহিলা।

আশা

বিশেষায়িত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে আশার স্বল্প ব্যয় ও টেকসই ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ মডেল হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের শুরু থেকে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত আশা ক্রমপুঞ্জিভূতভাবে ৩,৮২,৫১৭.৫৭ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে। বর্ণিত সময়ে সংস্থাটি থেকে মোট ৭,০১৩,০৬৩ জন সদস্য ঋণ নিয়ে উপকৃত হয়েছেন, যাদের প্রায় ৯০ শতাংশই মহিলা ।

ব্যুরো বাংলাদেশ

ব্যুরো বাংলাদেশ দেশের ৬৪টি জেলার ৪৮২টি উপজেলায় দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ব্যুরো বাংলাদেশ ১,৪৭১.০৮ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে। মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ২৬,৩৬,৬৫০ জন যার মধ্যে ৯০ শতাংশ মহিলা ।

কারিতাস

কারিতাস দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ঋণ সহায়তাসহ আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে প্রান্তিক

জনগোষ্ঠীর জীবিকার উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমানে দেশের ৩০টি জেলার ৮৬টি উপজেলায় কারিতাসের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ২,৮৯,৪৪৯ জন উপকারভোগীর মধ্যে কারিতাস মোট ৭,৭৩৬.৬৩ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ এবং ৭,২১৯.১০ কোটি টাকা ঋণ আদায় করেছে। উপকারভোগীদের প্রায় ৮৭ শতাংশই মহিলা।

শক্তি ফাউন্ডেশন

ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, কুমিল্লা, বগুড়া ও অন্যান্য বড় শহরের বস্তিতে বসবাসরত সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের ঋণ সুবিধা প্রদানে শক্তি ফাউন্ডেশন কাজ করছে। ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাটির মূল কার্যক্রম। এছাড়া, দরিদ্র মহিলাদের স্বাস্থ্য সেবাসহ নানা ধরনের সমাজ উন্নয়নে শক্তি ফাউন্ডেশন কাজ করে থাকে। ফাউন্ডেশনটি জুন ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিতভাবে ২২,২৬৫.৮১ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে। একই সময়ে ঋণ আদায়ের পরিমাণ ১৯,৫৫৫.১১ কোটি টাকা ।

টিএমএসএস

একটি নারীকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দারিদ্র্য দূরীকরণ, দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন, মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, ব্যাবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তুলতে টিএমএসএস ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। দেশের ৬১টি জেলার ৪১৩টি উপজেলায় সংস্থাটি ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ১,৭৫,৪২,২৩৮ জন উপকারভোগীর মাঝে টিএমএসএস মোট ৬১,৬৭৮.১৫ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে।

প্রশিকা

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখার প্রত্যয়ে প্রশিকার যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে দেশের ৪৩টি জেলার ৭,৯২৮ টি গ্রামে এর কার্যক্রম বিস্তৃত। জুন, ২০২৪ পর্যন্ত সংস্থাটি মোট ৬,৫৫,৯৯০ জন উপকারভোগীর মধ্যে ১৩,৪৫৯.৯৯ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে।

গ্রামীণ ব্যাংক

দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং দরিদ্রদের আর্থিক স্বাধীনতা ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৮৩ সালে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাংকটি মূলত গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের মাঝে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের মাধ্যমে তাদের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে গ্রামীণ ব্যাংক কর্তৃক ৩,১২,৭৩৪.০০ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরন করা হয়েছে এবং আদায় করেছে ২,৯৬,১৪১.০০ কোটি টাকা। সারণি ১৩.৮ এ গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ পরিস্থিতি উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ১৩.৮: গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

উপাদান	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
বিতরণ	২০৭৮৯	২৪৩২২	২৫১৩৭	১৭৪২৭	১৯৫৪৮	২৫৫১১২	২৮৮০৪৭	৩১২৭৩৪
আদায়	১৮২৭০	২২৫৬০	২৪৫০৬	১৭৩৯১	২১১৫০	২৪১৩৪৬	২৭১৮৯৭	২৯৬১৪১
আদায়ের হার (%)	৯৯	৯৯	৯৯	৯৯	৯৫	৯৭	৯৭	৯৬
সুবিধাভোগী	৮৯১৫৪৯১	৮৯৮৬০৫০	৯১৯২৪৭০	১২০২৭৩	৯৩৮৭৫০৫	৯৬১২৭৬৭	১০৩৬১৬৩৫	১০৬০৯১৫৩
মহিলা	৮৬০৯৮৯৩	৮৬৮৯০০৪	৮৮৯৩৯৯৭	১১৮৮২৫	৯০৮৪৭৬৫	৯৩০৫৪৩২	১০০৩৩১০২	১০৩৭৪৮৩৫
পুরুষ	৩০৫৫৯৮	২৯৭০৪৬	২৯৮৪৭৩	১৪৪৮	৩০২৭৪০	৩০৭৩৩৫	৩২৮৫৩৩	৩৩৪৩১৮

উৎস: গ্রামীণ ব্যাংক

তফসিলি ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

বিশেষায়িত কিছু সংস্থা ও এনজিও ব্যতীত তফসিলি ব্যাংকগুলোও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সারণি ১৩.৯ এ রাষ্ট্রায়ত্ত ৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ২টি বিশেষায়িত ব্যাংকের প্রদত্ত ক্ষুদ্রঋণ পরিস্থিতি উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ১৩.৯: তফসিলি ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

ব্যাংক	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
সোনালী ব্যাংক										
বিতরণ	১০৪১.০০	১১২৭.০০	১১৮৭.৩০	১১৭০.২১	১২৫৮.৫১	৭৭১.৫১	৯৯৫.৬৬	১০৫১.৩৪	১২৩১.৯২	১৩৫৫.৩৯
আদায়	১২৪৪.০০	১১৭৮.০০	১৩০৬.০৮	১২৬৭.৯০	১৩৭৮.৭৮	৮১৮.৬৩	৯০৫.৫১	১০৬৬.৯৬	১১২১.৩৩	১১৮৯.৪২
আদায়ের হার (%)	৪৫.০০	৪৬.০০	৪৬.০০	৪২.৫২	৪৮.৪৭	৩৮.৪৭	৩৯.২৯	৩৭.৮৩	৪০.১০	৩০.৮৮
সুবিধাভোগী	২২৯৭৭৩	২০৮৪৩২	২৯১৪২৯	৩১১০৫৮	১৫৭৫১৮	১৬৬২২৯	২৮৫৫৪৮	১৫৭৬৩০	৮৫৯৬২৩৫	১৬৫৭৩৯
অগ্রণী ব্যাংক (ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত)										
বিতরণ	২১২০.৫০	১৭৮২.০২	৮৯৮.০০	২৭৪৮.৭৭	৩৩৪০.৯৪	৪১৫৯.০০	৬৮৩৩.৭৬	৭৬১৯.১২	৭৯৮৫.৪৯	৮৫৯১.৬৮
আদায়	৩০৫১.৮৫	৩০০৭.৮৬	৯৯৬.০০	১৭৬৭.৮৫	১৪২৯.৩০	৩৫৩০.১০	৫৫৯৯.৮৯	৫৬১৬.০১	৫৪৮০.৭১	৫২১০.৬৫
আদায়ের হার (%)	৭৪.০০	৬৭.০০	৮৮.০০	৬৪.৩১	৬২.০০	৭২.১১	৭২.৭৮	৬৫.০৫	৬৯.৯৪	৫৬.২৯
সুবিধাভোগী	১২৮৮৫০	৯২৬৩৬	১৫০১৩৯	৩০৬৯৮	১৮৭৮০	২৩০৫৩	২৬০২৩	২৬৮৭৮	৩৮৮১২	৩২৯১৯
জনতা ব্যাংক										
বিতরণ	৭৫১.৫৭	৭৪৪.৮১	৭৫১.৩৩	৭৫১.৩৬	৭৫৩.১৯	৭৩৩.১৩	৭২৪.০১	৭৫০.৩০	৭৬০.৩০	৭৬০.০৯
আদায়	৬৯৮.৯১	৬৯১.২৩	৭৬৯.৭০	৬৭৮.৫৭	৭২৯.৭৭	৭২২.৪২	৬৫৮.৫৯	৭২০.২৯	৬৮১.৮৫	৬৭৪.১০
আদায়ের হার (%)	৫৯	৫৮	৬১	৪৮.০৩	৫৭.৫৫	৬১.০৭	৫৭.৭৫	৫৪.৭৩	৪৮.১৮	৩০.৫৭
সুবিধাভোগী	৫৫১১৭৯	৫৫৩৪১৩	৫৫৩১৮৭	৫৫৩৭৮৫	৫৪৭৭০৫	৫৪৭৩৬৬	৫৫৪০৯২	৫৬৭৫৫৩	৫৮২০৪৬	৬৬৪৩৪১
রূপালী ব্যাংক										
বিতরণ	৭৭.৬৯	৯৬.৮৪	২০২.৩৪	৮১৪.৬৫	৮৫৮.৭৬	১২৪০.৪৬	১৫৯৩.৩৫	১৮৫৫.৩৮	১২০৯.২৬	২০৭১.৭৪
আদায়	৯০.১৯	১২২.৪৯	১৮২.১৮	৪৭৫.৩৭	৮৪৩.১৫	১২৯৯.২৮	১৮১৫.২	২০৮৯.৮৩	৬০৫.৩৮	১০২৬.৮৩
আদায়ের হার (%)	১১৭	১২৬	৯০	৫৮	৯৮	১০৫	১১৪	১১৩	৫০	৫০
সুবিধাভোগী	১৫২৫৫	১৪৮৮৬	৩০৬৯৭	৩৪৭৩১	৩৫০২১	৩৮৩২৩	৪৭২২৭	৫০৮৭৬	৭০৯১১	৮০২০৫
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক										
বিতরণ	৯৬.৫৬	৫৭.৬১	৩১.১৫	৭২.১১	৫৯.১১	৩৭.৮২	৩৬.৫৫	১৬৯.০৫	২০৩.৭৬	২০৯.১৬
আদায়	১০৬.৭৭	৫২.০৪	২১.১৩	৬৬.৪৯	৬৭.৪২	৩১.৩৫	৩১.৬০	১৬৫.৯৭	১৬২.৮৭	১৯৫.৯৯
আদায়ের হার (%)	১১১.০০	৫৩.১৭	৬৭.৮৩	৯২.২০	১১৪.০৫	৮২.৮৯	৮৬.৪৬	৯৮.১৮	৭৯.৯৩	৯৩.৭০
সুবিধাভোগী	১৬৫২৯	১৬০৪৪	৭২৫৪	১২০৮০	৬৩৭৫	৩২৪০	২৩২২	১৪৩২৭	৯৯১৬	১০২১৭
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক										
বিতরণ	২৪.৩২	১২.৬৩	১১.১০	৭.৫৯	৭.৬৭	৪.৯০	৯.৫৩	১১.৬৮	৫৮.৫২	৫৬.৭৩
আদায়	২৮.৭৮	১৯.০৮	১১.৭৬	৭.৬৬	১১.১৩	৬.২৪	৯.১১	১১.৭৭	২৪.৪৬	৪৩.৩৮
আদায়ের হার (%)	১১৮.৩৪	১.৫১	১০৫.৯৬	১০০.৮৭	১৪৪.৯৭	১২৭.৪৬	৯৫.৫৭	১০০.৭০	৪১.৮১	৭৬.৪৭
সুবিধাভোগী	৪১৫৩	৫৫৩৮	৩৯৮৯	২৪৬৫	১৫৪৪	১৬০৩	১৪২৮	১৮৯৭	৬১২৯	৬৬০১

উৎস:সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান।

দ্রষ্টব্য: আদায়ের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের অনাদায়ি হিসেব অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে আদায়ের হার শতভাগের বেশি হয়েছে।

অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি

তফসিলি ব্যাংকসমূহের পাশাপাশি অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বেসরকারি ব্যাংকসমূহ দারিদ্র্য বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। সারণি ১৩.১০ এ কয়েকটি বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ কর্মসূচির বিবরণ উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ১৩.১০: অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণের বিবরণ

ব্যাংক	সুবিধাভোগীর সংখ্যা			বিতরণ (কোটি টাকা) জুন ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত	আদায়ের হার (%)
	মহিলা	পুরুষ	মোট		
আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক	৫৬০৫৩৭	৬০০৯৩২	১১৬১৪৬৯	৩৯৯৬.৮৪	৯৫.৬৭
ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড	১৩০	১৪০৫	১৫৩৫	৮২৮.১৪	৬৫.৭৭
সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১৪৫৪৪	২৭৬১৬	৪২১৬০	৩৬১.৩৭	৯৬
উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড	৬৯৭	৪৬৩২	৫৩২৯	২৭.৮৬	-
বেসিক ব্যাংক লিমিটেড	৫৭০৬৮১	১৮৪৪০১	৭৫৫০৮২	১৩৬০.৭২	১৩০.১৮
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড	৬০৫২০৮৫	৫২৬২৬৯	৬৫৭৮৩৫৪	৪৭৩৫১	৯৮.৭৫

উৎস:সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ।

মন্ত্রণালয়/বিভাগের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি: দারিদ্র্য বিমোচনে সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক নানা ধরনের প্রকল্প/কর্মসূচির পাশাপাশি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করছে। দারিদ্র্য বিমোচনের এই মডেলকে টেকসই করতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরির প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে অর্থ বিভাগসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমূহ কাজ করে যাচ্ছে। সারণি ১৩.১১ এ কয়েকটি মন্ত্রণালয়/ বিভাগের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের তথ্য উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ১৩.১১: বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ক্ষুদ্রঋণ পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	সংস্থা	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	**বিআরডিবি**										
	বিতরণ	৯৮৫.৮৮	১০৬৬.৭৩	১১৭৪.৫১	১২৫২.৮৬	১২৮২.৪১	১০৫৫.৩০	১২৪৪.৩৯	১৩৬৩.৬৩	১৬৫১.১৯	১৬৩৪.৯১
	আদায়	৯১০.৪২	৯৯৯.৪৮	১১০৬.১২	১১৬০.২৯	১২৪১.৩২	১০০০.৭৪	১২৫০.৪৬	১২৯৯.৭১	১৫৯৩.৫৭	১৪৭৮.১১
	হার (%)	৯২	৯৪	৭৫	৭৫	৭৫	৬৭	৭১	৭২	৭৭	৭৫
	পিডিবিএফ										
	বিতরণ	১০৯০	১৩০৮	১৬৯৯	১৮৬১	১৯৪৯	১৭৭৭	১৮৮১	২২২৯	২০৩৮	১৯৩৩
	আদায়	১১৩৮	১৩০৯	১৬৬১	১৯৯১	২০৮৪	১৯৩৫	২০৬৪	২১৭৪	২৪৫৮	২২৯৯
	হার (%)	৯৮	৯৮	৯৮	৯৭	৯৬	৯৬	৯৬	৯৮	৯৮	৯৮
	আরডিএ										
	বিতরণ	১৩.৮৬	১৩.১৩	১১.২৮	১৩.৭১	১২.০৬	৮.২১	৯.১৮	৯.৯৪	৯.৮০	৮.৮৫
	আদায়	১১.৪৬	১২.৬৫	১৩.০৪	১২.৮৯	১২.৫০	৯.৭৪	৯.৬২	১০.৩৮	১১.০১	১০.০২
	হার (%)	৯২.০৫	৯০.২৩	৯০.০৩	৯১.০৭	৯৩.৪১	৭৫.৭৭	৮০.৮৫	৮৮.৬০	৯৩.৩৭	৯০.৬৮
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	**মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর**										
	বিতরণ	৫.০৭	৬.৪৫	৭.৯৩	৮.৬৪	১২.৭৩	৩.৭৭	১১.১৭	৮.৮১	১১.৬৫	১৬.৯৫
	আদায়	৫.০০	৬.৭৪	৭.৮৯	৭.১২	৯.১৫	৭.৩৪	৭.৩২	৭.৮৯	৮.৫	১০.৬৯
	হার (%)	৯৮.৬৪	১০৫.১৫	৯৯.৪৫	৮২.৪১	৭১.৮৫	১৯৪.৬৬	৬৫.৫৫	৮৯.৫৬	৭৩.৪৭	৬৩.০৬
	জাতীয় মহিলা সংস্থা										
	বিতরণ	৩.১৫	২.৬৫	৪.৯৮	৩.৫৯	৩.৭৬	৩.৩৮	৩.৪৯	৩.৫৮	৩.৬৩	২.৪২
	আদায়	২.৫৭	২.৫৫	৫.৬৮	৪.৩৮	৫.৭৮	৩.৯৯	৩.৫৭	৫.৫২	৪.০০	৪.১৬
	হার (%)	৮২	৯৬	১১৪	১২২	১৫৪	১১৮	১০৩	২১৩	১১৮	৮৭

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	বিতরণ	৫.৫৬	৭.০০	৭.৯৮	৮.৬১	৯.৩৩	৯.০০	৭.০০	৭.০০	৮.৫০	৮.৫০
	আদায়	৩.২৫	৪.৫২	৮.০৩	৮.৭৯	৮.৮৩	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১২.০০
	হার (%)	৫৮.৪৮	৬৪.৫৭	১০০.৬২	১০২.০৯	৫৯.০০	৫০.০০	৫১.০০	৪৮.০০	৮৫.০০	৪৮.০০
শিল্প মন্ত্রণালয়	**সিরোটসি ট্রাস্ট**										
	বিতরণ	৯.৩৫	৮.৬৬	৭.৮৩	৬.৪২	৩.৪৩	২.৯৮	২.৫৫	২.১৪	২.৪৬	২.৩৪
	আদায়	৯.৩৪	৮.৬৩	৭.৮১	৬.৫৩	৩.৭১	৩.১০	২.৫৪	২.১৫	২.২৯	২.৩৩
	হার (%)	৯৩.০০	৮৬	৭১	৫৯	৫১	৯৭	৫৬	৮১	৯৯	১০১
ভূমি মন্ত্রণালয়	বিতরণ	৭.৬১	৬.৭০	৬.৭৯	৬.৬২	৯.৪৬	৫.৮১	৬.১৭	৬.৬৭	৭.২৩	৭.৬৯
	আদায়	৬.২	৬.০৯	৬.৩৯	৬.২৫	৭.২	৬.০০	৪.৫৭	৬.০০	৯.২৮	৭.৭
	হার (%)	৮১	৯১	৯৪	৯৪	৭৬	১০৩	৭৪	৯০	১২৮	৯৯.৮৭
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	**বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড**										
	বিতরণ	৪.০৩	৪.০৪	৪.১০	৩.৫৯	৩.৫১	০.৫৭	০.৪৭	০.৭৬	২.৮৫	১.৫১
	আদায়	৩.১৬	৩.৪২	৪.২৩	৩.২৫	৩.৫৬	২.১১	২.২৮	২.৪৫	১.৯৪	২.১৮
	হার (%)	৬৫.৬৫	৬৭.৮৯	৭০.২৫	৭১.১৬	৭১.৮৬	৭২.৬৩	৭৩.৪৯	৭২.০৩	৭৩.২৩	৭৪.৭৫
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	**যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর**										
	বিতরণ	৯৭.৩৪	১০২.৬৫	১২১.৯৭	১৩৮.৮১	১৪২.৯৪	১১৪.৯৪	১৩৩.৬২	১৫০.৯৮	১৫৩.০৮	১৫৪.২১
	আদায়	৮৯.৭৩	৯৯.২৯	১০৯.৯৪	১১৭.১৬	১৩২.৯১	১০৫.০৮	১১৭.৪৪	১৩৪.২৯	১৫৪.৬৬	১৩২.৪০
	হার (%)	৯২.১৮	৯৬.৭৪	৯০.১২	৮৪.৪০	৯২.৯৮	৮৪.৭৫	৯৫.২১	৯৫.২১	৯৬	৯৫.৮৭
কৃষি মন্ত্রণালয়	**তুলা উন্নয়ন বোর্ড**										
	বিতরণ	১.৭১	১.২৩	১.২৭	১.৩৪	১.৫৬	১.৬৬	১.১৫	১.২৩	১.৮৭	১.৯৫
	আদায়	১.৭৮	১.২৮	১.৩৪	১.৪১	১.৬১	১.৭৩	১.২০	১.২৮	১.৯৫	২.০৫
	হার (%)	১০৩.৯৬	১০৪.৪৬	১০৪.৯২	১০৪.৫৯	১০৩.০৭	১০৪.৫৩	১০৪.৩৩	১০৪.৪০	১০৪.০৮	১০৪.৯৭

উৎস: সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়।

দ্রষ্টব্য: আদায়ের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের অনাদায়ি হিসেব অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে আদায়ের হার শতভাগের বেশি হয়েছে।